পটলডা-ায় রক্তদান

চরিত্র
টেনিদা
হাবুল (বা-াল)
প্যালা
ক্যাবলা

(হাবুল চুপ করে ডান হাত কনুইয়ের কাছ থেকে ভাজ করে বেঞ্চে বসে আছে।হাতে কনুইয়ের ভাজে তুলো দেওয়া। টেনিদা চেঁচাতে চেঁচাতে ঢোকে)

টেনিদা ঃ কোথায় হাবুল। আজ ওকে গাট্টা মেরে মাথায় চন্দ্রমুখী আলুর চাষ করব। ব্যাটা হতচ্ছারা। (তারপর হাবুলকে দেখতে পেয়ে) এই যে! বলি তুমি পেয়েছো কী হ্যাঁ? যা ইচ্ছে তাই করবে, ভেবেছো কেউ কিছু বলার নেই। গাট্টা মেরে তোমার মাথা.....
হাবুল ঃ ফালতু প্যাঁচাল পাইড় নাতো টেনিদা।
টেনিদাঃ কী! যতবড় মুখ নয় তত বড়ো কথা ! What do you mean by প্যাঁচাল পাইড়ো না? হ্যাঁ ?
হাবুলঃ আরে হইছেটা কী ?
টেনিদা ঃ এঁঃ ন্যাকা চৈতন্য! হইছেটা কী? যেন কিছু জানে না। বলি কাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি Blood Donation মানে রক্তদান করতে গিয়েছিলে ?
হাবুলঃ এতে জিগাস করনের কী আছে? রক্ত দান করাটা সব মানুষের কর্তব্য। এইটা তো ভালো একটা কাম।
টেনিদা ঃ পাকামো করিসনে হাবুল। কর্তব্য! এই টেনিদাকে তুমি কর্তব্য বুঝিও না। বলি তুমি রক্তদান না করলে কী দেশে রক্ত কম পড়ে যাবে?
হাবুলঃ এই তোমার মতো মানুষগুলোর লিগা দেশের কোন উন্নতি হয় না। প্রতিদিন রক্তের অভাবে কত মানসের জীবন নিয়া টানা টানি পরতাসে । জান আমাদের দ্যাশে অখনও রক্তদান করা মানুষের সংখ্যা ১০০০ জন প্রতি মাত্র ৩। কিন্তু এই সংখ্যাটা যদি মাত্র ৮এ নিয়া যাওয়া যায় তাইলে আর মানুষ রক্তের জন্য মরব না।
টেনিদা ঃবেশী বড় বড় লেকচার দিস না। আমি হলাম পটলডা-ার টেনি, গড়ের মাঠে গোড়া পিটিয়ে তবে .....।
হাবুল ঃ ধুর বেশী বাজে বইক্কনাতো টেনিদা, সাহস থাকলে তুমি রক্ত দান কইরা আস, তাহলে বুঝুম।

টেনিদা ঃ আমাকে অত বোকা পাওনি বাবা। আরে মানুষের রক্ত লাগলে ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে। ব্লাড ব্যাঙ্ক এ যাব আর রক্ত কিনে আনব। যত্ত লাগে।
হাবুলঃ তোমার মুন্ডু। আরে বাবা ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত না থাকলে রক্ত পাইবা কোনখানে। রক্ত তো তৈরী করণ যায় না। মানুষেরই দেওন লাগে। বুঝছ।
টেনিদা ঃ না বুঝিনি। তুমি এত সহজে এই টেনিদাকে বোঝাতে পারবে না। রক্ত দিলে যদি মানুষের শরীরের কোন ক্ষতি হয়। তখন কে দেখবে।
(ইতিমধ্যে ক্যাবলা প্রবেশ করে)
ক্যাবলা ঃ আরে ধুর। তুমি কিছু জান না। ডাক্তারবাবু রক্ত নেবার সময় তো জানাল। রক্ত দিলে নাকি heart attack, cerebral attack এই সব রোগের হাত থেকে মরার আশঙ্কা কমে যায়।
টেনিদা ঃ ওঃ বাবা! তুমিও আছ দেখছি এই ব্যাটা হ্যাবলানন্দ হাবুলের দলে। বলি পেয়েছটা কী হ্যাঁ? যা ইচ্ছে তাই করবে? এই যে তোমরা রক্ত দিয়ে এলে। এই এত্ত এত্ত রক্ত দুজনের শরীর থেকে বেরিয়ে গেল এইবার তোদের তো রক্ত কমে গেল, এইবার তো দুটোতে অ্যানিমিয়াতে ভুগবি।
(ক্যাবলা আর হাবুল জোরে হেসে ওঠে)
টেনিদা ঃ Shut up! হাসির কি হল? এতে এত হাসারকী হল?
হাবুল ঃ আরে টেনিদা ওইসব কিছু হয় না। আমাগো শরীরে যা রক্ত কাজে লাগে তার থিকা অনেক বেশী রক্ত থাকে।
ক্যাবলা ঃ দাঁড়াও তোমায় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা টেনিদা তোমার শরীরে কত রক্ত আছে?
টেনিদাঃ আচ্ছা আহাম্মক তো। বাইরে থেকে ঐভাবে কিছু বলা যায় ?
হাবুল ঃ হ যায় যায়। দেখ আমার শিখায় দিতেছি। আচ্ছা তোমার ওজন কত ?
টেনিদা ঃ কত এই সত্তর .... পঁচাত্তর ।
ক্যাবলা ঃ ৪৫ - ৫০ কে জি হবে।
টেনিদা ঃ গাট্টা মেরে তোমার মাথা ফুলিয়ে দেব হতচ্ছারা। আমার ওজন ৪৫ - ৫০ কে জি?
হাবুল ঃ আহা রাগ কর ক্যান। ধর তোমার ওজন ৪৫ কে জি তাহলে তোমার শরীরে রক্ত হবে ৪৫ x ৭৬ মিলিলিটার। কারণ ছেলেদের প্রতি কে জি ওজনে ৭৬ মিলিলিটার আর মাইয়াদের ৬৬ মিলিলিটার রক্ত থাকে। মানে খাড়াইল গিয়া ৩.৪২ লিঃ।
ক্যাবলা ঃ হ্যা মানে ৩.৪২ লিঃ রক্ত তোমার শরীরে আছে।
হাবুলঃ অহন আমাগো এই যে প্রতি কে জি ওজনে ৭৬ ml রক্ত থাকে এর মধ্যে মাত্র ৫০ml রক্ত কাজে লাগে। আর বাকীটা তো এমনি

পইড়াই থাকে।
টেনিদা ঃ বাকীটা মানে?
ক্যাবলা ঃ আরে বাবা ৭৬ থেকে ৫০ বিয়োগ কর না। কত হয় ?
টেনিদা ঃ কত হয় ? (টেনিদা একটু ভাবতে থাকে)
ক্যাবলা ঃ ২৬ টেনিদা ২৬ml.
টেনিদাঃ দেখেছিস আমি বলতে যাব আর তুই বলে দিলি। সবটাতে এত পাকামো করিস না।
হাবুলঃ হ অহন এই ২৬ ml রক্ত অন্যেরে দিয়া দিলে তোমার তো কোন ক্ষতি নাই, বরং ঐ মানুষটাও বাঁইচা যায়।
ক্যাবলা ঃ আর যে রক্তটা তুমি দিয়ে দেবে সেই রক্ত আবার ২১ দিনের মধ্যেই তোমার শরীরে তৈরী হয়ে যাবে।
টেনিদা ঃ বা বা ! তবে তো আনন্দের খবর যাও ২১ দিন পর পর রক্ত দান করে এসো।
হাবুল ঃ আরে না না। রক্ত তৈরী হয়া গেলেও একটা ছেলেমানুষের অন্তত ৩ মাস আর একটা মাইয়া মানুষের অন্তত ৪ মাস পর রক্ত দেওয়া উচিত, তার আগে না।
টেনিদা ঃ তোরা কী ভেবেছিস। তোরায় চালাক আর সবাই বোকা। এত মানুষ আছে কেউ বোঝে না শুধু তোরাই সব বুঝে গেছিস।
ক্যাবলা ঃ নাগো টেনিদা মানুষ গুলো একটু বেশী বোঝ। শুধু নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে, ঝগড়া করে। কাজের কাজ কিছুই করে না।
হাবুলঃ আরে অহনা তো ছোট ছোট পোলাপানগুলান হাত গা কাইটা রক্ত দিয়া প্রেমিক-প্রেমিকারে চিঠিও লেখে। ক্যান বাপ, রক্ত এইভাবে নষ্ট না কইরা কোন মৃত্যু পথ যাত্রী মানুষেরে রক্তদান করতেও তো পারিস, তাইলে মানুষটা বাঁচে।
(একজন ডাক্তারের প্রবেশ)
ডাক্তার ঃ কী হে টিনি। তুমি রক্ত দিতে এলে না। পটল ডা-ায় এতবড় একটা রক্তদান উৎসব হল। আর পটলডা-ার বিখ্যাত টেনি নেই।
ক্যাবলা ঃ আরে টেনিদা ভয় পায় রক্ত দিতে। বলেকিনা রক্ত দিলে ...
টেনিদা ঃ একটা গাট্টা মেরে না তোমায় সোজা করে দেব ক্যাবলাচন্দ্র। টেনিদা কাউকে ভয় পায় না। আরে গড়ের মাঠে সাহেব পিটিয়ে .....। থাকগে্। আসলে কী ডাক্তার বাবু আমিই তো ওদের রক্ত দিতে পাঠিয়েছিলুম। আমি ওদের একটু Test করে দেখছিলুম ওরা সবটা ঠিক ঠিক জানে কিনা। আমি তো রোজ রক্ত.... না মানে ৩-মাস পর পরই রক্ত দিয়ে থাকি। আসলে রক্ত দান হল গিয়ে হল গিয়ে .... A Gift of Life
ডাক্তার ঃ ঠিক বলেছ টেনি। Blood Donation is a Gift of Life. চল আজ থেকে এই কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিই।
টেনিদাঃ আমি না কেমন যেন একটু emotional হয়ে পড়েছি। আমার

ঐ বিখ্যাত গানটা গাইব।
ডাক্তার ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ গাও না।
টেনিদা ঃ ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন হে .... ॥